

একুশে

১নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

মাগো ওরা বলে

সবার কথা কেড়ে নেবে

তোমার কোলে শুয়ে/গল্প শুনকে দেবে না

ক) বসুন্ধরা শব্দের অর্থ কী ?

খ) আমার শহিদ ভাইয়ের আত্মডাকে - চরনটির মাধ্যমে কবি কী বুঝিয়েছেন ?

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি একুশের গান কবিতায় কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ) সবার কথা কেড়ে নেবে একুশের গান কবিতা অবলম্বনে বিশ্লেষণ কর।

১নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

ক) বসুন্ধরা শব্দের অর্থ পৃথিবী।

খ) আলোচ্য চরনের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, ভাষা শহিদদের আত্মা আজো বাঙালিকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাঙালির যে আত্মত্যাগ তা সুগভীর, সুমহান। এ আত্মত্যাগ বাঙালির প্রতিবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। ভাষা আন্দোলনে শহিদদের আত্মত্যাগ যুগে যুগে বাঙালিকে প্রেরণা দিয়েছে বিভিন্ন অধিকার আদায়ে। তাই শহিদদের আত্মা বাঙালিকে ডাকে।

গ) উদ্দীপকের কবিতাংশে পাকিস্তানিদের অত্যাচার বর্ণিত হয়েছে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকে পাকিস্তানিরা বাঙালিদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার চালিয়েছে। সকল দিক থেকে বাঙালি হয়েছে শোষিত, বঞ্চিত। তাদের এ অত্যাচার চরমে পৌঁছে ভাষার অধিকারের ওপর আঘাত করার মধ্য দিয়ে। তারা বাঙালির ভাষার অধিকারকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশটি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত। এ কিতায় খোকা তার মাকে বলছে যে, পাকিস্তানিরা তাদের মাতৃভাষার অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছে। মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শোনার তার যে অধিকার তা ও তারা কেড়ে নিবে। মূলত আলোচ্য কবিতাংশের মাধ্যমে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানিদের অত্যাচারই চিত্রিত হয়েছে। একুশের গান কবিতায় কবি মূলত এ অত্যাচারকেই বর্ণনা করেছেন।

ঘ) সবার কথা কেড়ে নেবে বলতে ভাষার অধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রকে বোঝানো হয়েছে।

১৯৪৭ সালের পর থেকেই বাঙালিরা পাকিস্তানিদের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার। কিন্তু এক সময় তাদের এ নির্যাতনের মাত্রা চরমে গিয়ে পৌঁছে। পাকিস্তানি সরকার ঘোষণা দেয় যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। অর্থাৎ বাংলা তার রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে। বাঙালিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য এমন ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল পাকিস্তানিরা।

উদ্দীপকে কবিতাংশটিও ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত। এখানে খোকা তার মাকে বলছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা বাংলা ভাষার অধিকার কেড়ে নিতে চায়। বাঙালিকে তার মনের ভাব প্রকাশ করার অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত করতে চায়। এজন্য তারা ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

* পাকিস্তানিরা নানাভাবে বাঙালিকে পদানত করে রাখতে চেয়েছে। ভাষার অধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র এরকমই এক ঘৃণ্য পদক্ষেপ।

২নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

প্রশ্ন: ৩. ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী এদেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য ২৫শে মার্চের কাল রাতে নিরীহ বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। লাখ লাখ মানুষের জীবন তারা কেড়ে নেয়। ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়। কিন্তু বীর বাঙালি থেমে থাকেনি। তারা প্রতিশোধ আর স্বাধীনতা লাভের প্রত্যয়ে দৃঢ় মনোবল নিয়ে পাকিস্তানিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ক) ক্রান্তি শব্দের অর্থ কী?

খ) ভাষা আন্দোলনের রক্তদান কখনো বিফলে যায় না কেন ?

গ) উদ্দিপকের বাঙালির চেতনার সঙ্গে একুশের গান কবিতার বাঙালি চেতনার সাদৃশ্য তুলে ধর।

ঘ) বীর বাঙালি দৃঢ় মনোবল নিয়ে পাকিস্তানিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একুশের গান কাবতার আলোকে উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

ক) ক্রান্তি শব্দের অর্থ পরিবর্তন।

খ) ভাষা আন্দোলনের রক্তদান কখনো বিফলে যায় না কারণ এ আত্মত্যাগই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছে।

* পশ্চিম পাকিস্তানিরা কেড়ে নিতে চেয়েছিল বাঙালির ভাষার অধিকার, কিন্তু বাঙালিরা মেনে নেয়নি এ অন্যায় দাবি। তারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী অবস্থায় নেয়, এবং আন্দোলন গড়ে তোলে। তাদের আন্দোলনের মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। অনেক তাজা প্রাণ অকালে ঝরে যায়। তাদের এ প্রাণের বিনিময়েই বাংলা পেয়েছে রাষ্ট্রভাষা।

গ) দেশের প্রতি ভালোবাসায় উদ্দিপকের বাঙালি চেতনার সঙ্গে একুশের গান কবিতায় বাঙালি চেতনার সাদৃশ্য বর্তমান।

* একুশের গান কবিতায় বাঙালির মহান আত্মত্যাগের কথা বর্ণিত হয়েছে। যখন পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের মাতৃভাষার অধিকার কেড়ে নিতে চাইল তখন নিরীহ বাঙালি তা সহ্য করলেন না। তারা বুঝতে পারল যে, মাতৃভাষার অধিকার না থাকলে দেশের ওপরও বাঙালিদের কোনো অধিকার থাকবে না। তাই নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করে তানেমে আসে রাজপথে। সেই মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। শহিদ হন অনেক মানুষ।

* উদ্দিপকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বনে বাঙালির চেতনা বিধৃত হয়েছে। বাঙালি জাতি নিরীহ হলেও নিজ দেশকে তারা ভালোবাসে অন্তর দিয়ে। তাদের এ দেশপ্রেমিক সত্তার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে। একুশের গান কবিতায় বর্ণিত বাঙালিরাও ছিল এমনই দেশপ্রেমিক। জীবনবাজি রেখে তারা ভাষার দাবিতে রাজপথে নেমেছিল।

ঘ) আলোচ্য বক্তব্যটির মধ্য দিয়ে বাঙালির প্রতিবাদী রূপটি ফুটে উঠেছে।

* বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা। এই বাংলার সাথে বাঙালির প্রাণের সম্পর্ক। তাই যখন পাকিস্তানিরা বাঙালির ওপর উর্দু ভাষাকে চাপিয়ে দিতে চাইল তখন বাঙালি নির্বিবাহে মেনে নেয়নি তাদের এই অযৌক্তিক দাবি। তারা এ তীব্র প্রতিবাদ করে। তাদের জোর দাবি ছিল, এ ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে বাংলাকে তার অধিকার ফিরিয়ে দিতে। তাই তারা আন্দোলন করে, তারা জানত যে, এখানে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত। তা সত্ত্বেও তারা মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রতিবাদ করেছে।

* উদ্দিপকে বর্ণিত হয়েছে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালির প্রতিবাদী ভূমিকা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা এদেশের মানুষের স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল। তাই তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিরীহ বাঙালির ওপর এবং চালিয়েছিল নির্মম অত্যাচার। কিন্তু বাঙালি অত্যাচারিত হলেও দমে যায়নি। অংশগ্রহণ করে স্বাধীনতা যুদ্ধে।

* বীর বাঙালি তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিল বলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভাষার অধিকার, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।

জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রশ্নঃ ১। একুশের গান কবিতায় পটভূমি কী?

উত্তরঃ একুশের গান কবিতার পটভূমি ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত ভাষা আন্দোলন।

প্রশ্নঃ ২। একুশের গান কবিতার রচয়িতা কে?

উত্তরঃ একুশের গান কবিতার রচয়িতা আবদুল গাফফার চৌধুরী

প্রশ্নঃ ৩। একুশের গান কবিতা প্রথম ছাপা হয় কেন?

উত্তরঃ একুশের গান কবিতা প্রথম ছাপা হয় একুশে ফেব্রুয়ারি সংকলন।

প্রশ্নঃ ৪। আবদুল গাফফার চৌধুরী কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তরঃ আবদুল গাফফার চৌধুরী ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্নঃ ৫। পথে পথে কী ফোটে?

উত্তরঃ পথে পথে রজনীগন্ধা ফোটে।

প্রশ্নঃ ৬। একুশের গান কবিতার বীর ছেলে বীর নারী কোথায় মরে?

উত্তরঃ একুশের গান কবিতার বীর ছেলে বীর নারী মরে জালিমের কারাগারে।

প্রশ্নঃ ৭। একুশের গান প্রথম প্রথম কত খ্রিষ্টাব্দে ছাপা হয়?

উত্তরঃ একুশের গান প্রথম ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ছাপা হয়।

অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রশ্নঃ ১। দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয় বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

উত্তরঃ আলোচ্য পঙক্তিতে পাকিস্তানী শাসকদের ঘৃণ্য শোষণকে বোঝানো হয়েছে।

পাকিস্তানি শাসকরা বাঙালিকে এমনভাবে শোষণ করেছিল তাতে মনে হয়েছিল তারা এদেশের মানুষের ভাগ্যকে বিক্রি করে দিচ্ছে।

প্রশ্নঃ ২। জাগো নাগিনিরা, জাগো কাল বৈশাখীরা বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর : জাগো নাগিনিরা বলতে সন্তানহারা মা ও জাগো কালবৈশাখী বলতে বাংলার ক্ষুধা জনতাকে জেগে ওঠার কথা বলেছেন। পাকিস্তানিদের অত্যাচারে এদেশের মানুষ হারিয়ে ছিল তাদের সন্তানদের ও স্বজনদের। এই হারানোর বেদনায় তারা ক্ষুধা ছিল। আর বিক্ষুব্ধ এই জনতাকে জেগে ওঠার জন্যই আলোচ্য পঙক্তিতে কবি আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রশ্নঃ ৩। একুশের গান কবিতাটির ওরা গুলি ছোড়ে বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তরঃ একুশের গান কবিতাটিতে ওরা গুলি ছোড়ে বলতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্র জনতার মিছিলে পাকিস্তানি পুলিশ বাহিনীতে নির্বিচারে গুলিবর্ষণকে বোঝানো হয়েছে।

উদ্যুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র জনতা মিছিল বের করে। এ দাবিকে রুখে দিতে মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণ করে পুলিশেরা। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশে পুলিশেরা এ জঘন্য কাজটি করে।

অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্নঃ

অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ভাইয়ের মায়ের এমন হুঁহে, কোথায় গেলে পাবে কেহ?

– ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,

আমার এই দেশেতে জন্ম– যেন এই দেশেতে মরি–

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি

সকল দেশের রানি সে যে– আমার জন্মভূমি।

ক. ‘একুশের গান’ কবিতা প্রথম ছাপা হয় কোথায়?

খ. ‘দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি?’– চরণটিতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের ভাইয়ের মায়ের সাথে ‘একুশের গান’ কবিতার মা ও ভাইয়ের পার্থক্য তুলে ধর।

ঘ. উদ্দীপক ও ‘একুশের গান’ কবিতার প্রেক্ষাপট কোনদিক থেকে এক নয়– বিশ্লেষণ কর

২। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আজ একুশে ফেব্রুয়ারি। রিয়ান বাংলাদেশের পতাকাখচিত জামা পরে খালি পায়ে শহিদমিনারে গেল। শহিদবেদিতে ফুল দিয়ে ভাষা-শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাল। সে বন্ধুদের বলল, লেখাপড়া শেষে আমি নৌবাহিনীতে যোগ দিতে চাই। একুশের শহিদদের মতো জীবন দিয়ে হলেও বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা রক্ষা করব।

ক. ‘একুশের গান’ কবিতায় কবি কোন দিনটিকে ভুলতে পারেন না?

খ. ‘একুশের গান’ কবিতাটিতে ‘ঝড় এলো ক্ষাপা বুনো’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের রিয়ানের সাথে ‘একুশের গান’ কবিতার শহিদদের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘একুশের গান’ কবিতায় একুশের শহিদদের রক্তে যে ভাষা অর্জিত হয়েছে উদ্দীপকের মূল বিষয়বস্তু তার সঠিক মর্যাদা বহন করে– বিশ্লেষণ কর।

৩। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মায়ের ভাষায় কথা বলাতে

স্বাধীন আশায় পথ চলাতে

হাসি মুখে যারা দিয়ে গেল প্রাণ

সেই স্মৃতি নিয়ে গেয়ে যাই গান

তাদের বিজয় মরণে

আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই

সকল শহিদ স্মরণে।

ক. একুশে ফেব্রুয়ারি কী দিবস?

খ. ‘ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকে ‘একুশের গান’ কবিতার মমার্থ কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?

ঘ. উদ্দীপক ও ‘একুশের গান’ কবিতার চেতনার ধারা একই উৎস থেকে উৎসারিত– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

একুশের গান

১. কার আঁটা ডাকে?
ক বাংলার মানুষের খ ছাত্র-জনতার
গ শহিদ ভাইয়ের ঘ বীর নারীর
২. কবি মাঠে-ঘাটে কোন শক্তিকে জেগে উঠতে বলেছেন?
ক মেধাশক্তিকে খ বুদ্ধিশক্তিকে
গ পেশিশক্তিকে ঘ সুপ্ত শক্তিকে
৩. একুশের ফেব্রুয়ারি সংকলন কে সম্পাদনা করেন?
ক হাসান হাফিজুর রহমান খ শওকত ওসমান
গ আজিজুল হাকিম ঘ আলাউদ্দীন আল আজাদ
৪. প্রভাত ফেরির মিছিল যাবে ছড়াও ফুলের বন্যা
বিষাদগীতি গাইছে পথে তিতুমীরের কন্যা।
— উদ্ধৃতাংশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কবিতা হচ্ছে—
ক নারী খ প্রার্থী
গ জাগো তবে অরণ্য কন্যারা ঘ একুশের গান
৫. ওরা গুলি ছোড়ে বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?
ক পাকিস্তানি সৈন্যদের খ ছাত্র-জনতাকে
গ আন্দোলনকারীদের ঘ শহিদগণকে
৬. ‘একুশের গান’ ছাপা হয় প্রথম কত সালে?
ক ১৯৫২ খ ১৯৫৩
গ ১৯৫৪ ঘ ১৯৫৮
৭. ‘একুশের গান’ কবিতাটিতে কাদের স্মৃতিতর্পণ করা হয়েছে?
ক মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের
খ ভাষা-আন্দোলনে শহিদদের
গ গণঅভ্যুত্থানে শহিদদের
ঘ গণআন্দোলনে শহিদদের
৮. আমার দেশের কীসে রাঙানো ফেব্রুয়ারি?
ক সোনায়ে খ রঙে
গ রঙে ঘ রংধনুতে
৯. কার হত্যার বিক্ষোভে বসুন্ধরা কাঁপবে?
ক ভাই হত্যা খ ছেলে হত্যা
গ পিতৃহত্যা ঘ শিশুহত্যা
১০. ‘অলকনন্দা’ কী?
ক ক্রোধের আগুন খ কালবোশেখি ঝড়
গ অশ্রুধারা ঘ স্বর্গীয় নদীর ধারা

১১. ওরা কখন পার পাবে না?
ক যুদ্ধ শেষে খ বিচার শেষে
গ দিন বদলের ত্রাণলিপ্তে ঘ মৃত্যুর পরে
১২. আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর জন্ম কোথায়?
ক রাজশাহীতে খ বরিশালে
গ ঢাকায় ঘ সিলেটে
১৩. ‘একুশের গান’ কবিতাটি কী বিষয়ে রচিত?
ক মুক্তিযুদ্ধ খ ভাষা আন্দোলন
গ গণঅভ্যুত্থান ঘ গণআন্দোলন
১৪. আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী পেশায় কী ছিলেন?
ক নাট্যকার খ প্রবন্ধকার
গ সাংবাদিক ঘ রাজনীতিবিদ
১৫. ‘বসুন্ধরা’ শব্দের অর্থ কী?
ক চাঁদ খ পৃথিবী
গ সত্ত্বা ঘ আকাশ
১৬. ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?
ক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী খ সুফিয়া কামাল
গ হাসান হাফিজুর রহমান ঘ মাহফুজ রহমান
১৭. ‘একুশের গান’ কবিতার ওরা কী বিক্রয় করে?
ক বোনের ভাগ্য খ দেশের ভাগ্য
গ মায়ের ভাগ্য ঘ ভাষার ভাগ্য
১৮. তাদের তরে মায়ের-বোনের-ভাইয়ের কী?
ক ভালোবাসা খ হুঁহু
গ অভিষাপ ঘ ঘৃণা
১৯. ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত কোথায় ছিল?
ক ছাত্রদের বুকে খ মানুষের বুকে
গ বাংলার বুকে ঘ জনতার বুকে
২০. দেশের ভাগ্য কারা বিক্রয় করে?
ক বাঙালিরা খ মানুষেরা
গ পাকিস্তানি সৈন্যরা ঘ ছাত্ররা
২১. কারা মানুষের অন্ত-বস্ত, শান্তি কেড়ে নিয়েছে?
ক পাকিস্তানি সৈন্যরা খ বাংলার মানুষ
গ ছাত্র-জনতা ঘ বীর নারী
২২. জালিমের কারাগারে কারা মরে?
ক বাংলার মানুষ খ জনতা
গ ছাত্র ঘ বীর নারী
২৩. ‘একুশের গান’ কবিতায় কালবৈশাখী বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

- ক ছাত্র-জনত খ বীর নারী
গ সাধারণ মানুষ ঘ পাকিস্তানি বাহিনী
২৪. 'ওরা' বলতে 'একুশের গান' কবিতায় কী নির্দেশ করা হয়েছে?
- ক হানাদার পাকিস্তানিদের খ ছাত্র-জনতাকে
গ শহিদ ভাইদের ঘ দেশের সোনার ছেলেদের
২৫. 'তুমি আজ জাগো, তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি'— কেন?
- ক মিছিলের জন্য খ প্রতিবাদের জন্য
গ প্রতিশোধের জন্য ঘ শোকের জন্য
২৬. মাগো, ওরা বলে সবার কথা কেড়ে নেবে।
তোমার কোলে শুয়ে গল্প শুনতে দেবে না।
কবিতাংশের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় নিচের কোন লাইনটির?
- ক সেই আধারের পশুদের মুখ চেনা
খ ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে
- গ তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা
ঘ দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালব ফেব্রুয়ারি
২৭. বাঙালিরা কীভাবে ভাষার দাবি আদায় করেছিল?
- ক পদাঘাত করে খ চরম ঘৃণা করে
গ জীবন দিয়ে ঘ কৌশলে
২৮. 'একুশের গান' কবিতায় কোন সুরটি ব্যক্ত হয়েছে বলে তুমি মনে কর?
- ক বাঙালি জাতির জাতবোধ
খ জাতির হতাশাবোধ
গ জাতির ন্যায়বোধ
ঘ জাতির আশা-ভবিষ্যৎ
২৯. জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে—
এখানে সুপ্ত শক্তি কী?
- ক লুকানো শক্তি খ লুকানো ক্ষোভ
গ আঁধারের পদাঘাত ঘ অন্ধার ডাক
৩০. 'একুশের গান'এর মূল বক্তব্য—
- ক পাক হানাদারদের গুলিবর্ষণ
খ বিস্মৃত ইতিহাসকে স্মরণ
গ বাঙালির আত্মসর্গ ও প্রতিরোধের প্রত্যয়
ঘ বিক্ষোভে বসুন্ধরা কাঁপিয়ে দেওয়ার প্রত্যয়

৩১. দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালবো ফেব্রুয়ারি—
ক্রোধের কারণ কী?
- ক যুদ্ধ খ ঘৃণা
গ অত্যাচার ঘ পদাঘাত
৩২. 'একুশের গান' কবিতাটির উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকে—
- i. অধিকার সচেতন করা
ii. দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা
iii. অপ্রত্যয়ী করা
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৩৩. কবি 'একুশের গান' কবিতায় জাগতে বলেছেন—
- i. নাগিনীকে
ii. কালবোশেখিকে
iii. একুশে ফেব্রুয়ারিকে
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৩৪. 'একুশের গান' কবিতায় জেগে উঠতে বলা হয়েছে—
- i. নাগিনীদেরকে
ii. কালবৈশাখিকে
iii. মানুষের সুপ্ত শক্তিকে
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i খ ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
৩৫. পাকিস্তানি সেনারা মানুষের কেড়ে নিয়েছিল—
- i. অন্ন
ii. বস্ত্র
iii. শান্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i খ ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
৩৬. জালিমের কারাগারে মরে—
- i. বীর ছেলে
ii. বীর নারী
iii. ছাত্র-জনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক i খ ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
৩৭. কবি মানুষের সুপ্ত শক্তি জাগাতে বলেছেন—
- i. মাঠে
ii. হাটে

iii. ঘাটে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৮. 'একুশের গান' কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে—

i. শহিদের স্মৃতিতর্পণ

ii. অন্যায় শোষণের তীব্র প্রতিবাদ

iii. বাঙালির জাগরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৯. একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলা যায় না, কারণ—

i. ভাইদের রক্তে রাঙানো বলে

ii. ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রুতে গড়া বলে

iii. সোনার দেশের রক্তে রাঙানো বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৪০. 'একুশের গান' কবিতায় যে ভাবটি প্রধান হয়ে ফুটে উঠেছে তা হলো—

i. শহিদের স্মৃতিতর্পণ

ii. প্রতিশোধস্বপ্ন

iii. অত্যাচার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

নিচের কবিতাংশ পড়ে ৪১ ও ৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মাগো ওরা বলে

সবার কথা কেড়ে নেবে

তোমার কোলে শুয়ে

গল্প শুনতে দেবে না।

বলো, মা তাই কি হয়?

তাই তো আমার দেরি হচ্ছে,

তোমার জন্য কথার ঝুরি নিয়ে

তবেই না বাড়ি ফিরবো।

৪১. কবিতাংশের সাথে 'একুশের গান' কবিতার যে চরণগুলির মিল খুঁজে পাওয়া যায়—

i. ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে
রোখে

ii. দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালবো ফেব্রুয়ারি

iii. রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ i ও ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৪২. উল্লিখিত কবিতাংশে 'একুশের গান' কবিতার কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে?

ক শহিদের অধিকার খ প্রতিশোধস্বপ্ন

গ শহিদের স্মৃতিচারণ ঘ শহিদের ত্যাগ

নিচের কবিতাংশটি পড়ে ৪৩ ও ৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

এখনো যারা প্রাণ দিয়েছে

রমনার উর্ধ্বমুখী কৃষ্ণদার তলায়

যেখানে আগুনের ফুলকির মতো

এখানে ওখানে জ্বলছে অসংখ্য রক্তের ছাপ

সেখানে আমি কাঁদতে আসিনি।

৪৩. 'একুশের গান' কবিতার যে লাইনটির সাথে উল্লিখিত কবিতাংশের মিল খুঁজে পাওয়া যায় তা হলো—

i. আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো একুশে
ফেব্রুয়ারি

ii. পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলকনন্দা যেনো

iii. দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি?

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii

গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৪. 'একুশের গান' কবিতার সাথে আলোচ্য কবিতাংশের কোন দিক দিয়ে অমিল রয়েছে?

ক শহিদের স্মৃতিতর্পণ খ প্রতিশোধস্বপ্ন

গ বাঙালি জাগরণমূলক ঘ তরুণদের জাগরণমূলক

নিচের কবিতাংশটি পড়ে ৪৫ ও ৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

একুশে আমার ধিক্কার

দানবের দুঃশাসনের

ধনিক-বণিক শিবিরের

শত্রুর প্রতি ছুঁড়েছি—

একুশে আমার দুঃখ

যারা ফাল্গুন মুকুলের

শেষ সংবাদ পেল না

রক্ত পথের পথিক—

৪৫. উদ্দীপকের রক্ত পথের পথিকদের কীভাবে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত?

ক শহিদমিনার পবিত্র রাখা

খ শহিদমিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা

গ মিছিল মিটিং ও হরতাল পালন করা

ঘ অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া

৪৬. কবিতাংশে ‘একুশের গান’ কবিতার যে বিষয়টি স্থান

পায়নি—

i. শোষকদের প্রতি তীব্র ঘৃণা

ii. দুঃখ ও স্মৃতিকাতরতা

iii. প্রতিশোধস্বপ্ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i

খ ii

গ iii

ঘ i, ii ও iii

